গল্পে গল্পে ছোটোদের ফাতিমা (রা.)

জান্নাতের শাহজাদি

মোরশেদা কাইয়ুমী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

সুবাসিত নাম	১১
এসো গল্প করি	১৪
কিছু কিছু নামের আদব	১৬
গল্পের মাঝে পাঠ	১৮
আঁধার কেটে চাঁদের আলো	২১
একটি ফুলের শৈশব	২৪
বড়ো বোনদের বিয়ে	২৭
হেরা গুহার প্রহরগুলো	২৯
অল্পে তুষ্ট হওয়ার পাঠ	৩২
নামাজ চলাকালে শিশুদের কোলাহল	৩৪
ছোটো ফাতিমার ইসলাম গ্রহণ	৩৬
আপনজনদের দেওয়া কষ্ট	৩৮
পাহাড়ের ঢালে বন্দি বছরগুলো	৪০
বন্দিদশা থেকে মুক্তি এবং বোনদের সংসার ভাঙন	৪৩
আলি (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ	৪৫
এই কান্না, এই হাসি	৪৬
দুঃখের বছর	৪৮
পিতার মিরাজ গমন	৫০
ঘরে এলো নতুন অতিথি	৫২
বাবার হিজরত	৫৫
উত্তম দায়িত্ববোধ : নবিজির সুন্নাহ	৫৮
মদিনায় শান্তির পরশ	৬০
শাহজাদির বিয়ে	৬৪
বাতাসে খুশির আমেজ	৬৬
প্রিয় মানুষের দূরত্ব বেদনাদায়ক	৬৮
আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ	৭০

আহলুস সুফফা	৭২
তাসবিহে ফাতিমির ফজিলত	৭৪
আলি (রা.)-এর কষ্ট	৭৫
মান-অভিমানের গল্প	৭৬
ফাতিমার কোলে জান্নাতি আলো	৭৯
নানার ভালোবাসায় দুই নাতি	৮১
জান্নাতের নেত্রী হওয়ার সুসংবাদ	৮৪
তাঁরা যেন নবিজিরই ছায়া	৮৬
নামের বরকত	৮৮
দান-সাদাকা উত্তম আমল	৯১
আল্লাহর নিয়ামত অসীম	৯৪
যুদ্ধক্ষেত্রে ফাতিমা	৯৬
সুবাসিত নবিপরিবার	৯৮
অপূর্ব প্রতিশোধ	১০২
মক্কার পথে ফাতিমা (রা.)-এর পরিবার	১০৫
যুদ্ধ ছাড়াই মাতৃভূমিতে এলেন আমাদের শাহজাদি	১০৯
আবার নবির শহরে ফেরা	১১১
প্রিয়জনের মৃত্যু	১১২
বাবার অসুস্থতা	১১৩
হারিয়ে গেল সবচেয়ে বড়ো ছায়া	১১৬
আল্লাহর পক্ষ থেকে ফাতিমা (রা.)-এর জন্য হাদিয়া	১১৮
পিতার দুআ	১২০
ফাতিমা (সা.)-কে নবিজির সতর্কবার্তা	১২১
পিতার উত্তরাধিকার	১২৪
শাহজাদির বিদায়	১২৬

সুবাসিত নাম

চলছে বরকতময় রমজান মাস। আসরের জামাত শেষ করে উঠোনের এক কোণে বসে আল্লাহর নাম নিয়ে জিকির করছে দাদু। পাশে বসে আছে হাসান এবং সামনে খেলছে ফাতিমা। আলহামদুলিল্লাহ! এবারের রমজান পড়েছে চৈত্র মাসের শেষ দিকে। শুধু আনন্দের সময় নয়, দুঃখের সময়ও আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। কেননা, আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা সব সময়ই সর্বোত্তম।

প্রথম কদিন সাওম পালন করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তবুও বাড়ির বড়োদের সাথে সাওম পালন করেছে হাসান ও রুকাইয়া। আবার কুরআন তিলাওয়াতও করছে নিয়মিত। এইটুকু বয়সেও যেন তাদের ইবাদতের কোনো কমতি নেই।

ছোটোরা নিজেকে বড়োদের মতো ভাবতে চেষ্টা করে। এটা তাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। হাসান ও রুকাইয়া তাদের বাড়ির বড়োদের মতো ইবাদতের মাঝেই তাদের আনন্দ খুঁজে নিয়েছে। প্রিয় নবিজি ও তাঁর পরিবার-পরিজনের গল্প শুনতে তারা খুব ভালোবাসে। হাসান মূলত সেই বায়নার ঝুলি নিয়েই বসে আছে পাশে। দাদু জিকির করছেন বলে সে কিছু বলছে না। দ্বীনি আলোচনার প্রতি তাদের তৃষ্ণা যেমন তীব্র, ধৈর্যও তেমনই অঢেল।

বর্তমানের অলস সমাজের কাছে তাদের আগ্রহ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কুরআনুল কারিমের অনেক আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য তথা সবরের আলোচনা করেছেন। যারা দুঃখ-সুখে সব অবস্থায়ই সবর করে, তাদের অনেক বড়ো পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন তিনি। প্রিয় নবিজি বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সবরের নির্দেশ

দিয়েছেন। শুধু নির্দেশই নয়; এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক বড়ো পুরস্কারের সুখবর দিয়েছেন।

দাদু জিকির করতে করতে আড়চোখে ফাতিমার কাণ্ড দেখছেন আর মুচকি হাসছেন। মাঝেমধ্যে দাদদদাদদাদা...করতে করতে ফাতিমা নিজের মুখ থেকে একটুখানি মাংস বের করে ছোট্ট বিড়ালছানা মিনিকে দিলো। মিনিটা কী বুঝল কে জানে। হাম হাম করে মাংস চিবোচ্ছে আর খুশিতে মিউ মিউ করছে। ফাতিমাও মিনির তালে তালে দুলছে আর হাতে থাকা রুটিটাকে ছোটো ছোটো টুকরো করে দুধে ডুবিয়ে মিনির সামনে রাখছে। এই ছোট্টা বিড়ালছানাকে নিজের খাবার বিলিয়ে দিতে পেরে সে অনেক খুশি। আনন্দে নেচে নেচে হাততালি দিচ্ছে ফাতিমা। দাদু এ দৃশ্য আনন্দের সাথে উপভোগ করছে। কিন্তু হাসানের কাছে বেশ অবাক লাগছে।

হাসান ফাতিমার কাণ্ড দেখে দাদুর দিকে তাকাল। দেখতে পেল, দাদু মুচকি মুচকি হাসছে। হাসান বলে উঠল—'দাদু, দেখেছ ফাতিমার কত বুদ্ধি হয়েছে! কী সুন্দর মুখ থেকে বের করেও খাবার দিয়ে দিলো!'

'বুদ্ধি তো হবেই দাদুভাই। কার নামের সাথে নাম মিলিয়ে রেখেছি, তা তো জানো না। নবিজির ছোটো মেয়ের নাম ছিল ফাতিমা। তাঁর সাথে মিল রেখেই আমার দাদুমণির নাম রেখেছি, বুঝলে তো?'

'কী বলছ দাদু! নবিজির মেয়ের নামও বুঝি ফাতিমা ছিল?' হাসানের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা। প্রিয় নবিজির মেয়ের নাম ফাতিমা ছিল, সে এ কথা জানেও না! এ যেন তার কাছে বিরাট এক অজানা বিষয়। সে এবার বলতে লাগল— 'তুমি তো ভারি পচা কাজ করেছ দাদু। বোনের নাম রেখেছ ঠিকঠাক নবিজির মেয়ের নামের সাথে মিলিয়ে, আমারটা তো রাখোনি। যাও তোমার সাথে আড়ি। হুমমম!'

হাসানকে গাল ফোলাতে দেখে দাদু হেসে দিলেন। 'আরে আমার পাগল দাদুভাই! শুধু বোনেরটাই দেখলে? তোমার নাম যে আমি হাসান রেখেছি, এটা কার নাম জানো?'

'কার নাম দাদু?'

'এটা তো নবিজির নাতির নাম। নবিজি হাসানকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন তো জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—"হাসানকে যারা ভালোবাসে, আল্লাহও তাদের ভালোবাসবেন।" বুঝেছ দাদুভাই, তোমার নাম কত বড়ো একজন মানুষের নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছি? আর তুমি না জেনে শুধু শুধু আড়ি ধরছ।'

হাসান ভাবল, সত্যিই তার ভুল হয়ে গেছে। এজন্য দাদুর কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার। তাই সে বিনয়ের সাথে বলল—'আফওয়ান দাদুভাই। আমি তো জানতাম না এটা।'

দাদু ফাতিমাকে কোলে নিতে নিতে আবার বলে ওঠেন—'এখন তো জানলে, তাই না? তো এখন কি এই বুড়ো দাদুর সাথে কথা বলবে হাসান? নাকি আড়ি করে দূরে বসে থাকবে? তোমার ইচ্ছে। তবে আমি তো ভেবেছিলাম আজ সুন্দর একটা গল্প শোনাব। তুমি না শুনলে শুধু ফাতিমাকেই শোনাব।'

গল্প শোনার লোভ চিকচিক করে উঠল হাসানের চোখে-মুখে। সে অভিমান ভুলে দাদুকে জাপটে ধরে গল্প শোনার বায়না করতে লাগল। দাদু হেসে তাকে কাছেই বসালেন।

'ও দাদু! বলো না আজকে কার গল্প শুনব? টুনটুনি আর পিঁপড়ার গল্প?'

'না সোনা। আজকে আমরা ফাতিমার গল্প শুনব।'

হাসান ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে ওঠে—'ফাতিমার গল্প? ওর আবার কীসের গল্প? ও তো এই যে সামনে বসে আছে, পুচকু একটা মেয়ে। একটু পরপর কান্না করে শুধু। আর মুঠো মুঠো মাটি খায়, ওর কোন গল্প শোনাবে তুমি? মাদরাসা থেকে বাড়ি এলেই তো ওর সব কাণ্ড শুনতে পারি মায়ের কাছে। নতুন করে আবার কী করেছে বুড়িটা?'

দাদু জোরে জোরে হেসে ওঠেন—'হা-হা-হা। নারে দাদুভাই, এই পুচকুর গল্প না। আমাদের নবিজির মেয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার গল্প বলব আজ।'

হাসানের চোখ-মুখে কৌতূহলের ছাপ। দাদু জিজ্ঞেস করলেন—'এখন শুনবে নাকি ইফতারের পর?'

'ইফতার করার পরে তো কুরআন পড়তে হবে দাদু। দয়া করে তুমি এখনই বলা শুরু করো।'

এসো গল্প করি

ঈদ উপলক্ষ্যে মাদরাসা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। হাসান বাড়িতে এসেছে গতকাল বিকেলে। দাদুর মুখে সে কুরআনের পাখি হওয়ার ইচ্ছের কথা শুনেছিল। তাই তারও আগ্রহ হলো খুব। কুরআনের পাখিদের আল্লাহ তায়ালা কতটা ভালোবাসেন, সে তা জেনেছে দাদুর মুখ থেকে। সে জানে, কুরআনের পাখি হলে তার বাবা-মাকে কিয়ামতের দিন নুরের মুকুট পরানো হবে। কী ভীষণ আনন্দের হবে সেই সময়টা! ভাবতেই তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই হাসান জানতে চায়—'ও দাদু! আব্বু-আম্মুকে রাজা-রানির মতো লাগবে তখন, তাই না? ইস! কবে হবে সেই সময়! কবে যে আমি কুরআন মাজিদ মুখস্থ করতে পারব!'

'হ্যাঁ দাদু, তাদের আলাদা সম্মান হবে। অনেক মর্যাদা পাবে। তুমি আস্তে আস্তে সব মুখস্থ করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। মন থেকে চেষ্টা করো আর আল্লাহর কাছে দুআ করে যাও। জানো তো, প্রিয় নবিজি বলেছেন, বান্দা দুআ করলে আল্লাহ কখনোই খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না।'

দাদুর থেকে কুরআনের হাফেজদের এত মর্যাদার গল্প শুনে হাফেজ হওয়ার প্রতি হাসানের আগ্রহ আরও অনেক গুণ বেড়ে গেল।

মাদরাসায় থেকেই পড়াশোনা করে হাসান। হাফেজি মাদরাসাগুলো সাধারণত আবাসিক হয়। অনাবাসিক মাদরাসাও ছিল বাড়ির কাছে, তবে দাদু আবাসিকটাই বেছে নিয়েছেন। এর অন্যতম একটি কারণ হলো পারিবারিক আদর-আহ্লাদের বাইরে

গিয়ে মাদরাসার নির্দিষ্ট রীতিনীতির মাঝে বেড়ে উঠুক হাসান। এ ছাড়াও আবাসিক মাদরাসায় শেষরাতে উঠে হিফজ করানো হয়। এই সময়টা খুবই বরকতময়। এ সময় বান্দাদের খুব কাছে আসেন পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা।

আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে, জ্ঞান লাভের জন্য শেষরাত ও ভোর উত্তম সময়। এ সময় মস্তিষ্ক অনেক ভালো কাজ করে। মস্তিষ্কে একপ্রকার হরমোন নিঃসৃত হয় এই সময়, যা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাদরাসায় গিয়ে হাসান নিজেও খুব খুশি। তবে একটা জিনিস নিয়ে তার মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়। সে এখন আর আগের মতো দাদুর সাথে গল্প করার সুযোগ পায় না। ছুটি পেলে বাড়িতে এসে প্রায় পুরো সময় দাদুর আশেপাশে গল্প শোনার বায়না নিয়ে ঘুরঘুর করে। দাদুও গল্প শোনায়। তবুও তাতে তৃপ্তি হয় না হাসানের। এবারও হাসান গল্প শোনার জন্য অস্থির হয়ে আছে।

গল্পের প্রতি হাসানের এমন কৌতূহল দেখে দাদু হেসে উঠলেন। গল্প শোনার নেশাটা সেই আগের মতোই আছে ওর।

দাদুকে চুপচাপ দেখে হাসান আবার বলে ওঠে—'দাদু, ফাতিমা (রা.) আমাদের নবিজির খুব আদরের মেয়ে ছিলেন, তাই না? আর তিনি কি হাসানের আম্মু ছিলেন? বলো না দাদু তাড়াতাড়ি!

'হ্যাঁ, তিনি হাসানের আম্মু ছিলেন। আমি নবিজির সিরাত শোনানোর সময় অল্প কিছুটা বলেছিলাম তোমাকে। আজ তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত গল্প শোনাব। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা দাদু, শুরু করো এখন। আজান হয়ে গেলে আব্বু মসজিদে যাবে। আমাকেও ডাকবে তখন।'

কিছু কিছু নামের আদব

‘আচ্ছা। শোনো গল্পের শুরুতেই তোমাদের একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমরা যখনই আমাদের নবিজির নাম শুনব, সাথে সাথেই একটা দরুদ পড়ব। দরুদটা হলো—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এর অর্থ : তাঁর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। নবিজির নাম শুনে দরুদ না পড়লে গুনাহ হয়। এটা তাঁর জন্য একটা দুআ।

ফেরেশতা বা নবি-রাসূলদের নামের পর ব্যবহৃত হয় আলাইহিস সালাম। এর অর্থ : তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।’

‘আচ্ছা। সাহাবিদের নাম শুনলে কী বলব দাদু?’

‘সাহাবিদের নাম শুনলে বলবে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।’

‘এর অর্থ কী?’

‘এর অর্থ : আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক বা তাঁর ওপর রহমত নাজিল করুন। তবে মহিলাদের নামের পর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলতে হবে। মনে মনে পড়লেও চলবে। এখানে যেহেতু আমরা ফাতিমা (রা.)-এর কথা আলোচনা করব, তাই আমরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলব। সংক্ষেপে লিখতে গেলে (রা.) ব্যবহার করা হয় আরকি। মনে থাকবে তো?’

‘আচ্ছা দাদু, মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এখন নামাও না ফাতিমাকে কোল থেকে। দেখো তোমার জামায় ঝোলমাখা হাত মুছে ময়লা করে দিচ্ছে।’ বলতে বলতে হাসান নিজেই দাদুর কোল থেকে নামিয়ে নিল ছোটো বোনকে। তার পর হাত ধুয়ে দিলো।

রুকাইয়াকে গল্প শোনার আমন্ত্রণ করে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে দাদুর গায়ের সাথে মিশে বসল ওরা দুই ভাই-বোন।

'শুরু করো না দাদু গল্পটা।' রুকাইয়া এসেই বলে ওঠে।

'বাহ! রুকাইয়াও এসে গেছে দেখছি।'

'হ্যাঁ দাদু, গল্পের ঘ্রাণ শুনেই চলে এলাম। মা ডাকার আগেই কিছুটা শুনে যাই।'

'আহহা! পাকা বুড়ি হয়েছে আমার নাতনিটা। আচ্ছা শোনো, হাজরে আসওয়াদ নিয়ে সেই ঘটনাটা মনে আছে তো তোমাদের? আমাকে কেউ শোনাতে পারবে এখন?'

'হ্যাঁ দাদু, ওই যে হাজরে আসওয়াদ মানে কালো পাথরটা। কোন গোত্র ওটা সরাবে, সেটা নিয়ে যুদ্ধ হতে যাচ্ছিল, তাই না? তার পর নবিজি একটা চাদরে সেটাকে রেখে সব গোত্রের একজনকে দিয়ে নিয়ে রেখে এলেন।' একদমে উত্তর দিয়ে দিলো হাসান।

'হ্যাঁ, সেটাই। বাহ! তোমার তো বেশ মনে আছে দেখছি। কিন্তু আজ তুমি না, রুকাইয়া বলবে। দেখি তো রুকাইয়া, ঘটনা পুরোটা বলতে পারো কি না?'

'হ্যাঁ দাদু, আমার মনে আছে তো গল্পটা। কিন্তু এখন কেন সেটার কথা বলছ?'

'আগে হাজরে আসওয়াদের সেই ঘটনাটি এখন আমাকে শোনাও। তার পর বলছি কেন আজকেও এটার কথা বলছি।'